যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৭২২

১/ বিবিধ

আরবী

إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم ـ وما فيهم من دني ـ على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم ... (الحديث بطوله، وفيه:) ثم ننصرف إلى منازلنا، فيتلقانا أزواجنا، فيقلن: مرحبا وأهلا، لقد جئت، وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا

ضعيف

أخرجه الترمذي (2 / 89 ـ 90) وابن ماجة (4336) وابن أبي عاصم في " السنة " (رقم 785 ـ بتحقيقي) وتمام في " الفوائد " (13 / 241 ـ 242 / 2) من طرق عن هشام بن عمار: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين: حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبي هريرة، فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال الترمذي مضعفا: " حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه

قلت: وعلته عبد الحميد هذا، أورده الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " قال النسائي:

ليس بالقوي ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، ربما أخطأ، قال أبو حاتم: كان كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث ". وهشام بن عمار، وإن أخرج له البخاري ففيه كلام، قال الذهبي في " الميزان ": " صدوق مكثر، له ما ينكر، قال أبو حاتم: صدوق قد تغير، فكان كلما لقن تلقن ". ونحوه في " التقريب

وأخرجه ابن أبي عاصم (786) وتمام من طريق سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي به. لكن سويد هذا ضعيف جدا، قال البخاري: " فيه نظر لا يحتمل ". وذكره الذهبي في " الضعفاء "، وقال: " قال أحمد: متروك الحديث

বাংলা

১৭২২। জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা সেখানে তাদের আমলগুলোর ফাযীলাতের বিনিময়ে অবতরণ করবে। অতঃপর দুনিয়ার দিনের হিসেবে জুম'আর দিনের সমপরিমাণ সময় তাদেরকে তাদের প্রতিপালককে যিয়ারাত করার অনুমতি প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য তার আবূশকে উন্মুক্ত করে দিবেন এবং তিনি জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগানে তাদের জন্য উপস্থিত হবেন। তাদের জন্য নূরের মিম্বার, মতির মিম্বার, ইয়াকূত পাথরের মিম্বার, যাবারযাদ পাথরের মিম্বার, স্বর্ণের মিম্বার, রৌপ্যের মিম্বার প্রস্তুত রাখা হবে। তাদের সর্বাপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি (অথচ জান্নাতিদের মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের বলতে কিছুই নেই) মিস্ক আম্বার এবং কাফুরের দীর্ঘ টিলার উপর বসবে। তারা মনে করবে না যে, কুরসীর অধিকারীগণ তাদের চেয়ে উত্তম ...। (এ দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে এসেছে)

অতঃপর আমরা আমাদের গৃহে ফিরে যাব আর আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ মিলিত হয়ে বলবেঃ অভিনন্দন, সুস্বাগতম। অবশ্যই তুমি যখন আমাদের নিকট থেকে গিয়েছিলে তখনকার চেয়ে আরো বেশী সৌন্দর্য নিয়ে আগমন করেছো। এ সময় সে বলবেঃ আমরা আজকে আমাদের পরাক্রমশালী প্রতিপালকের সাথে বসেছিলাম। আর আমরা যেরূপ পরিবর্তন হয়েছি এরূপ পরিবর্তন হওয়াই আমাদের উচিত ছিল।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে তিরমিযী (২/৮৯-৯০), ইবনু মাজাহ (৪৩৩৬), ইবনু আবী আসেম "আস সুন্নাহ" গ্রন্থে (নং ৭৮৫) ও তাম্মাম "আলফাওয়াইদ" গ্রন্থে (১৩/২৪১-২৪২/২) বিভিন্ন সূত্রে হিশাম ইবনু আম্মার হতে, তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু হাবীব ইবনু আবুল ইশরীন হতে, তিনি আওযাঈ হতে, তিনি হাসসান ইবনু আতিয়্যাহ হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হলে তিনি তাকে বলেনঃ আমি আল্লাহর নিকট চাচ্ছি যে, তিনি যেন আমাকে আর তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। এ সময় সাঈদ বললেনঃ জান্নাতে কি বাজার আছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেনঃ ...।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেনঃ হাদীসটি গারীব। আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আব্দুল হামীদ। হাফিয যাহাবী তাকে "আযযুয়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ নাসাঈ বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আততাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, কখনও কখনও ভুল করতেন। আবূ হাতিম বলেনঃ তিনি দীওয়ান লেখক ছিলেন। তিনি হাদীসের অধিকারী ছিলেন না।

আর হিশাম ইবনু আম্মার হতে যদিও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন তবুও তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, তবে তার কিছু মুনকার রয়েছে। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, তার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তাকে যখনই (ভুল) ধরিয়ে দেয়া হতো তখনই সে তা গ্রহণ করত। অনুরূপ বর্ণনা “আত-তাকরীব” গ্রন্থেও এসেছে।

আর হাদীসটিকে ইবনু আবী আসেম (৭৮৬) ও তাম্মাম সুওয়াইদ ইবনু আব্দুল আযীয সূত্রে আওযাঈ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সুওয়াইদ খুবই দুর্বল।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেনঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে...। হাফিয যাহাবী তাকে "আযযুয়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ ইমাম আহমাদ বলেছেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72605

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন